প্রচলিত মাযহাব মানা কি ফরজ?

শায়খ মুনীরুদ্দীন আহমদ

সম্পাদনা
মো. আবু তাহের
পি-এইচ,ডি (গবেষক), ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া।

প্রচলিত
মাযহাব মানা কি ফরজ?

শায়খ মুনীরুদ্দীন আহমদ

সম্পাদনা

মো. আবু তাহের

দাওরা (হাদীস), আদ-দাওরা আত্ তাদরীবিয়্যাহ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মদীনা
ডিপ্লোমা. উচ্চতর আরবী সাহিত্য, কামিল (ফিক্‌হ)
বি.এ.অনার্স (হাদীস), এম.এ. (হাদীস)
পি-এইচ.ডি. (গবেষক) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

প্রকাশনায়:

Education Center Sylhet (ECS)

এডুকেশন সেন্টার সিলেট

مركز التعليم بسلهت

পশ্চিম সুবিদ বাজার, লাভলী রোড এর মোড়,
সুনামগঞ্জ রোড়, সিলেট, বাংলাদেশ।

মূল্য : ১০/= টাকা

http://islaminonesite.wordpress.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সম্মানিত চার ইমামের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

চার মাযহাব সম্পর্কে জানতে হলে চারজন ইমাম সম্পর্কে জানা দরকার। তাই চার ইমামের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করা হলো।

এক. ইমাম আবু হানিফা (রাহি.) নাম নুমান বিন ছাবিত। উপনাম আবু হানিফা। রাসূল ﷺ-এর ইন্তেকালের ৭০ বছর পর ৮০ হিজরীতে ইরাকের কুফায় জন্ম গ্রহণ করেন। ১৫০ হিজরীতে ৭০ বছর বয়সে বাগদাদে ইন্তেকাল করেন। তিনি তর্ক ও ফিকাহ শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি উচ্চ মানের একজন পরহেজগার ছিলেন। ইমামের কোন প্রমাণ্য লেখা বর্তমান নেই। হয়ত আদৌ ছিল না।[১]

দুই. ইমাম মালিক (রাহি.) নাম মালিক বিন আনাস। রাসূল ﷺ-এর ইন্তেকালের ৮৩ বছর পর ৯৩ হিজরীতে পবিত্র মাদীনাতে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৭৯ হিজরীতে ৮৬ বছর বয়সে মদীনাতেই ইন্তেকাল করেন। তিনি হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম হাদীসের উল্লেখযোগ্য কিতাব লিখেছেন। এটি "মুয়াত্বা মালিক" নামে প্রসিদ্ধ। এছাড়া আরও বহু কিতাব তিনি লিখেছেন।

তিন. ইমাম শাফিয়ী (রাহি.) নাম মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস আশ-শাফেয়ী। রাসূল ﷺ-এর ইন্তেকালের ১৪০ বছর পর ১৫০ হিজরীতে গাযায় জন্ম গ্রহণ করেন। পবিত্র মক্কায় বড় হন এবং জ্ঞান অর্জন করেন। ২০৪ হিজরীতে ৫৪ বছর বয়সে মিশরে ইন্তেকাল করেন। তিনি উচ্চ মানের একজন হাদীস বিশারদ ছিলেন। তিনি মহামূল্যবান বহুগ্রন্থ লিখেছেন। এসবের মধ্যে 'কিতাবুল উম্ম' ও 'আর-রিসালাহ' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

---

১. সংক্ষিত ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদক মন্ডলী কর্তৃক সম্পাদিত-২৮পৃষ্টা; ইসলামিক ফাউন্ডেশন, হানাফী ফিকাহর ইতিহাস ও পরিচয়-৪পৃষ্টা।

http://islaminonesite.wordpress.com

চার. ইমাম আহমদ (রাহি.) নাম আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল। রাসূল ﷺ-এর ইন্তেকালের ১৫৪ বছর পর ১৬৪ হিজরীতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। ২৪১ হিজরীতে ৭৭ বছর বয়সে বাগদাদে ইন্তেকাল করেন।

তিনি হাদীস জগতে এক উজ্জল নক্ষত্র। হাদীসের এক বিশাল সমুদ্র। তিনি তাঁর সু-প্রসিদ্ধ কিতাব "আল মুস্‌নাদ" এ চল্লিশ হাজার হাদীস মুসলিম বিশ্বকে উপহার দিয়ে গেছেন। এছাড়া আরও বহু গ্রন্থ তিনি লিখেছেন। গ্রন্থ রচনা ও হাদীসের জ্ঞানের ক্ষেত্রে চার ইমামের মধ্যে তিনিই সবার সেরা।[২]

চার ইমামের দৃষ্টিভঙ্গি এক-অভিন্ন

পবিত্র কুরআন এবং সহীহ হাদীস অনুসরণ করাই চার ইমামের মূলনীতি। এই ব্যাপারে সম্মানিত চার ইমামের বক্তব্য তুলে ধরা হলো।

এক. (ক) ইমাম আবু হানিফা (রাহি.) বলেছেন:

(إذا صح الحديث فهو مذهبي) . (ابن عابدين في " الحاشية " ١/٦٣)

যখন কোন (বিষয়ে) সহীহ হাদীস পাওয়া যাবে সেই সহীহ হাদীসকে আমার মাযহাব বলে জানবে।[৩]

(খ) ইমাম আবু হানিফা (রাহি.) আরও বলেছেন: আমি যদি এমন কথা বলি যা আল্লাহ তায়ালার কিতাব এবং রাসূল ﷺ-এর হাদীসের বিপরীত, তাহলে আমার কথাকে বর্জন কর (এবং কোরআন-হাদীসকে আঁকড়ে ধর)।[৪]

(গ) ইমাম আবু হানিফা (রাহি.) আরও বলেছেন: সাবধান! তোমরা আল্লাহর দ্বীনে নিজেদের অভিমত প্রয়োগ করা হতে বিরত থাক। সকল অবস্থায়ই সুন্নাহর অনুসরণ কর। যে ব্যক্তি সুন্নাহ হতে বের হবে সে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।[৫]

---

২. চার ইমামের অবস্থান ৯০ পৃষ্টা।

৩. রাদ্দুল মুহতার ১ম খন্ড ৪৬২পৃষ্টা; ইবনু আবেদীন-আল বাহার আর রায়িক এর হাশিয়া- ১/৩৬ পৃষ্টা; রাসমুল মুফতী- ১/৪ পৃষ্টা; ছালিহ আল ফাল্লানী, ইকাজুল হুমাম, ৬২পৃষ্টা; চার ইমামের অবস্থান ৭৮পৃষ্টা।

৪. ইকাযুল হুমাম ৫০পৃষ্টা;. রাসুলুল্লাহর নামায ২৪পৃষ্টা; সুন্নাতে রাসুল (সা.) ও চার ইমামের অবস্থান ৮১পৃষ্টা।

৫. শা'রানী-মীযানে কুবরা ১/৯পৃষ্টা; চার ইমামের অবস্থান ৮২পৃষ্টা; আমাদের নবী (সা.) ৬৩পৃষ্টা।

http://islaminonesite.wordpress.com

দুই. ইমাম মালিক (রাহি.) বলেছেন: আমি একজন মানুষ মাত্র। চিন্তা গবেষণায় ভুলও হয় আবার সঠিকও হয়। সুতরাং আমার যে অভিমত কুরআন ও সুন্নাহর অনুকূলে পাও তা গ্রহণ কর। আর যা অনুকূলে নেই তা বর্জন কর।[৬]

তিন. (ক) ইমাম শাফিয়ী (রাহি.) বলেছেন: তোমাদের কারো কাছ থেকে যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহ ছুটে না যায়। আমি যতো কিছুই বলে থাকি তা যদি রাসূল (সা.) এর হাদীসের বিপরীত হয় তাহলে রাসূল (সা.)-এর কথাই আমার কথা।[৭]

(খ) একদা এক ব্যক্তি ইমাম শাফিয়ীকে একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করল। উত্তরে ইমাম বললেন, এ সম্পর্কে রাসূল ﷺ-এর হাদীস হচ্ছে এই। লোকটি পুনরায় বলল, আপনার ফতোয়াও কি তাই? ইমাম সাহেব লোকটির কথা শুনে চমকে উঠলেন, তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে উঠল। তিনি বললেন, ওরে হতভাগা! আমি রাসূল ﷺ-এর হাদীস বর্ণনা করে যদি সেই মতে ফতোয়া না দেই তাহলে কোন মাটি আমার ভার বহন করবে? আর কোন আকাশ আমাকে ঢেকে রাখবে? রাসূল ﷺ-এর হাদীস আমার মাথা ও চোখের উপর স্থাপিত। আর তাঁর হাদীসই আমার মাযহাব।[৮]

চার. (ক) ইমাম আহমদ (রাহি.) বলেছেন: ইমাম আওযাঈ এর অভিমত, ইমাম মালিক এর অভিমত এবং ইমাম আবু হানিফার অভিমত সবই আমার কাছে অভিমত হিসেবে সমান অর্থাৎ একটাও শরীয়তের দলীল হতে পারে না। সাহাবীদের কথা শরীয়তের দলীল হবে।[৯]

(খ) ইমাম আহমদ (রাহি.) আরও বলেছেন: যে ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করে সে ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে আছে।[১০]

সম্মানিত ইমামগণের বক্তব্য থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, তাঁদের ভুল ইজতেহাদ এবং দুর্বল দলিলের বিপরীতে সহীহ হাদীস পাওয়া গেলে তাঁদের কথা বর্জন করে সহীহ হাদীস অনুযায়ী আমল করতে হবে।

---

৬. কাওলুল মুফীদ ১৭পৃষ্টা; ইবনু আব্দিল বার-আল জামি' ২/৩২পৃষ্টা; রাসুলুল্লাহর নামায ২৪পৃষ্টা।

৭. ইকাযুল হুমাম ১০০পৃষ্টা; নামায ২৫পৃষ্টা।

৮. ইকাযুল হুমাম ১০০পৃষ্টা; আমাদের নবী (সা.) ও তাঁর আদর্শ ৬৪পৃষ্টা।

৯. ইবনে আব্দিল বার- আল জামি' ২/১৪৯পৃষ্টা; চার ইমামের অবস্থান ৯১পৃষ্টা; রাসূলুল্লাহর নামায-২৮পৃষ্টা।

১০. ইবনুল জাওযী ১৮২পৃষ্টা; নামায ২৮পৃষ্টা।

http://islaminonesite.wordpress.com

মাযহাব মূলত: একটাই

মাননীয় ইমামগণের বক্তব্য থেকে একথাও ফুটে উঠেছে যে, চার ইমামের প্রকৃত মাযহাব মূলতঃ একটাই। আর তা হলো, পবিত্র কুরআন এবং সহীহ হাদীস অনুসরণ করা। এটাই রাসূল ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের মাযহাব। এই মাযহাবের নাম হলো 'ইসলাম' আর এর অনুসারীর নাম 'মুসলিম'। এই মাযহাবের ইমামে আজম হলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ। এই মাযহাবের প্রথম কাতারের অনুসারী হলেন সাহাবায়ে কেরাম ﷺ। দ্বিতীয় কাতারের অনুসারী হলেন তাবেঈগণ। আর তৃতীয় কাতারের অনুসারী তাবে তাবেঈগণ এবং মুজতাহিদ সকল ইমাম। এভাবে প্রত্যেক যুগের খাঁটি মুমিন-মুসলিমগণ এই জামাতে শরীক হয়েছেন। আমরাও এই জামাতের অনুসারী। কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ দুনিয়াতে আসবে, মুক্তি পেতে হলে এই জামাতেই শরীক হতে হবে।

প্রচলিত চার মাযহাব মানা কি ফরজ?

মাযহাব আরবী শব্দ। মাযহাব অর্থ চলার পথ, ধর্মমত এবং বিশ্বাস।[১১]

বিশ্ব মুসলিমের চলার পথ, ধর্মমত এবং বিশ্বাস এক-অভিন্ন। কারণ, বিশ্ব মুসলিমের আল্লাহ এক, কুরআন এক, রাসূল এক, কিবলা এক, দ্বীন এক। সুতরাং মুসলিমরা চার মাযহাবের নামে চার দলে বিভক্ত হবে কেন?

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রশি (দ্বীন) কে আঁকড়ে ধর এবং তোমরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়ো না।[১২]

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেছেন: যারা নিজেদের ধর্মকে ভাগ ভাগ করে পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে (হে রাসূল) আপনার কোনো সম্পর্ক নেই তাদের সাথে। তাদের বিষয় আল্লাহর হাতে। তিনি তাদেরকে (এর কুফল) জানিয়ে দিবেন।[১৩]

---

১১. মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, আল কাওসার ৬০৫পৃষ্টা।
১২. আলকুরআন, সুরা আল ইমরান, আয়াত নং ১০৩।
১৩. আলকুরআন, সুরা আনআম, আয়াত নং ১৫৯।

http://islaminonesite.wordpress.com

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেছেনঃ নিশ্চয় এটাই হচ্ছে আমার সরল-সোজা পথ। সুতরাং তোমরা এই পথেই চলো। আর অন্যান্য পথের অনুসরণ করো না। নতুবা তোমাদেরকে তাঁর পথ হতে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে।[১৪]

মুসনাদে আহমদ ও হাকিমে সহীহ সানাদে বর্ণিত হয়েছে, ইবনে মাসউদ (রাদ্বি.) বলেন, রাসূল ﷺ একবার আমাদের সামনে একটি সরল-সোজা দাগ টানলেন। অতঃপর বললেন, এটা আল্লাহর সরল-সোজা পথ। তারপর ঐ দাগের ডানে-বামে আরও কতগুলি দাগ দিয়ে বললেন, এগুলি অন্যান্য ভ্রান্ত পথ। এই পথগুলির প্রত্যেকটার উপর একটি করে শয়তান আছে। সে ঐ পথের দিকে মানুষকে ডাকে। অতঃপর রাসূল ﷺ উল্লেখিত (সুরা আনআমের ১৫৩ নং) আয়াতখানা তিলাওয়াত করলেন।

উল্লেখিত আয়াত এবং হাদীস থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, সিরাতে মুস্তাকিম-সোজা পথ একটাই। সকলকে এক পথেই চলতে বলা হয়েছে। দলে দলে বিভক্ত হতে নিষেধ করা হয়েছে।

চার মাযহাব রাসূল (সা.)-এর সুন্নাতও নয় খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতও নয়

সুন্নাত রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যারা আমার পর বেঁচে থাকবে তারা (দ্বীনি বিষয়ে) বহু মতভেদ দেখতে পাবে। এমতাবস্থায় তোমাদের অপরিহার্য্য কর্তব্য হলো আমার সুন্নাত এবং সুপথ প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা। সুন্নাতকে মাড়ির দাঁত দ্বারা শক্তভাবে কামড় দিয়ে ধরবে। আর সাবধান থাকবে (দ্বীনের নামে) নব আবিস্কৃত বিষয় সমূহ হতে। কারণ, প্রতিটি নব আবিস্কৃত বিষয় হল বিদআত। আর সকল প্রকার বিদআত হলো পথভ্রষ্টতা (আর সকল পথ ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম)।[১৫]

---

১৪. আলকুরআন, সুরা আনআম, আয়াত নং ১৫৩ । এমর্মে আরোও আয়াত রয়েছে দেখুনঃ সুরা মু-মিনূন, আয়াত নং ৫২; সূরা আনফাল, আয়াত নং ৪৬; সুরা আল ইমরান, আয়াত নং ১০৫; সূরা বাক্বারাহ, আয়াত নং ১৭৬।

১৫ . সুনানে আবু দাউদ হা/৪৬০৯ ও সুনানে তিরমিজী হা/২৮৯১; সানাদ সহীহ ।

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রচলিত চার মাযহাব রাসূল ﷺ-এর সুন্নাতও নয়, খলিফা আবুবকর, উমর, উসমান এবং আলী ﷺ-এর সুন্নাতও নয়। বরং তাঁদের অনেক পরে এসব নতুন আবিষ্কার করা হয়েছে। রাসূল ﷺ বলেছেন:

وَإِنَّ بَنِى إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِى عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِى النَّارِ إِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا وَمَنْ هِىَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِى ».

বনি ইসরাঈল ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছে। আর আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। একটি ছাড়া সবই জাহান্নামে প্রবেশ করবে। জিজ্ঞাসা করা হলো ঐ নাজাত প্রাপ্তদল কারা? রাসূল ﷺ বললেন, যারা ঐ পথে থাকবে যে পথে আমি ও আমার সাহাবাগণ রয়েছি।[১৬]

উল্লেখিত হাদীস থেকে পরিস্কার বুঝা যায় যে, মুক্তি পেতে হলে সে পথেই চলতে হবে যে পথে রাসূল ﷺ এবং সাহাবীগণ ছিলেন। এবার প্রশ্ন হলো, আমরা কি সেপথে আছি, যে পথে তাঁরা ছিলেন? তাঁরা কি চার মাযহাবের নামে চার দলে বিভক্ত ছিলেন? "চার মাযহাবের যে কোন এক মাযহাব মানতেই হবে- মাযহাব মানা ফরজ"- এমন আক্বীদা-বিশ্বাস কি তাঁদের ছিল? কোরআন-হাদীসের কোনো স্থানে চার মাযহাব মানা ফরজ বা ওয়াজিব এমন কথা লেখা নেই। এমন কি, কোরআন-হাদীসের কোথাও চার ইমামের অথবা চার মাযহাবের নামটুকুও উল্লেখ নেই।

সর্বোপরি, ইমামগণ প্রচলিত চার মাযহাব চালুও করেননি। আর তা মেনে চলা ফরজ বা ওয়াজিব এমন কথা ঘোষনাও করেননি। তাঁরা রাসূল ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরামের আলোকিত সহীহ পথের পথিক ছিলেন। তাঁদের ইন্তে-কালের বহু বছর পর প্রচলিত চার মাযহাব আবিষ্কার করা হয়েছে। সুতরাং কোনো দিক থেকেই প্রচলিত মাযহাব মানা ওয়াজিব বা ফরজ নয়।

চারশত হিজরীর পর প্রচলিত চার মাযহাব শুরু হয়েছে

সম্মানিত চার ইমাম নিজ নিজ সময়ে স্ব স্ব এলাকায় বড় আলিম হিসেবে খ্যাত ছিলেন। ফলে লোকজন তাঁদেরকে জরুরী মাসআলা-

১৬. সুনানে আবু দাউদ হা/৪৬০৯ ও তিরমিজী হা/২৮৫৩; সানাদ সহীহ।

http://islaminonesite.wordpress.com

মাসাইল জিজ্ঞাসা করতো। তাঁরা ফয়সালা দিতেন। ইমামগণের ইন্তে কালের পর তাঁদের ভক্তরা তাঁদের মতামত ও নীতি প্রচার প্রসার করেন। এমনকি গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করতে থাকেন। এক ইমামের ভক্তরা অন্য ইমামের ভক্তদের সাথে তর্ক-বাহাস করতে থাকেন। দলাদলি-বাড়াবাড়ি চলতে থাকে। রাজনৈতিক ফায়দা লুঠতে শাসকবর্গও এতে জড়িত হয়ে পড়েন। এভাবে কালক্রমে ধীরে ধীরে প্রচলিত চার মাযহাবের রূপ ধারণ করেছে। উপমহাদেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলিম, দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাকালীন মুরুব্বীগণের মুরুব্বী, মুহাদ্দিসকূল শিরোমণি আল্লামা শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহ্লভী (রাহি.) লিখেছেন:

اعلم أن الناس كانوا قبل المائة الرابعة غير مجمعين على التقليد الخالص لمذهب واحد بعينه

'জেনে রাখ! হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর আগের লোকেরা কোন একজন নিদিষ্ট ব্যক্তির একক মাযহাবী তাক্বলীদের উপরে ঐক্যবদ্ধ ছিলেন না'।[১৭]

চার ইমামের যে কোন একজনকেই মানতে হবে। সর্ব বিষয়ে এক মাযহাবের মাসআলা মতেই চলতে হবে। অন্য কিছু মানা যাবেনা- 'মাযহাবের এমন অন্ধ অনুসরণ হিজরী চারশত বছরের পর থেকে শুরু হয়েছে'।[১৮]

বর্তমানে কোরআনের সঠিক তরজমা, নির্ভরযোগ্য তাফসীর এবং হাদীসের বিশাল ভান্ডার রয়েছে। সহীহ হাদীস থেকে জঈফ ও জাল বর্ণনা পৃথক করা আছে। মাযহাবের যে সব মাসআলা পবিত্র কোরআন ও সহীহ হাদীসের সাথে মিলে তা মানতে হবে। আর যা মিলে না তা বর্জন করতে হবে। ভুল কিয়াস এবং জঈফ ও জাল দলিল ভিত্তিক যে সব মাসআলা মাযহাবে আছে তা মানা ফরজ নয়। বরং তা বর্জন করে কোরআন-হাদীস মোতাবেক আমল করা ফরজ। এটাই আমাদের মূল বক্তব্য। আর এটাই সম্মানিত চার ইমামের প্রকৃত মাযহাব। আমরা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ ও শ্রদ্ধাশীল।

---

১৭. শাহ অলিউল্লাহ, আল-ইনসাফ, ১ম খন্ড,পৃষ্টা; ৩০; হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ১ম খন্ড, পৃষ্টা; ২৯৭; আল-খুলাছাহ, ১ম খন্ড. পৃষ্টা; ২২; আলী বিন নায়িফ, আল-মুফাস্সাল ফী উলুমিল হাদীস, ২য় খন্ড, পৃষ্টা; ৪।

১৮. হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ, সুন্নাতে রাসুল (সা.) ও চার ইমামের অবস্থান ১০০ পৃষ্টা।

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রচলিত মাযহাবে সহীহ হাদীসের বিপরীত বিষয় আছে

হানাফী মাযহাবের কিতাবে সহীহ হাদীসের বিপরীত বেশ কিছু বিষয় রয়েছে। এই কারণে হাদীসের কিতাবের সাথে মাযহাবের কিতাবের মিল পাওয়া যায়না। পবিত্র মক্কা-মদীনা তথা আরব দেশের বিদ্যান মুসলিমগণ সহীহ হাদীস মোতাবেক আমল করে থাকেন। আর আমাদের দেশে মাযহাব মতো আমল করা হয়। ফলে, তাঁদের এবং আমাদের আমলের মাঝে পার্থক্য দেখা যায়। সবাই সহীহ হাদীস মোতাবেক আমল আরম্ভ করলে আর কোন পার্থক্য থাকবে না।

হানাফী মাযহাবে সহীহ হাদীসের বিপরীত বিষয় থাকার প্রধান কারণ হলো- ইমাম সাহেবের সব হাদীস জানা ছিল না। কারণ, ইমাম সাহেবের যুগে হাদীসের উল্লেখযোগ্য কোন কিতাবই ছিল না। ইমামের ইন্তেকালের প্রায় ৭০/৮০ বছর পর বিশ্ব বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনান তিরমিজী, সুনান আবু দাউদ, সুনান নাসায়ী এবং সুনান ইবনে মাজাহ প্রভৃতি লিখা হয়েছে। ইমাম সাহেবের যুগে হাদীস ছিল বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মুহাদ্দিসের নিকট ছড়ানো-বিক্ষিপ্ত, স্মৃতি শক্তিদ্বারা সংরক্ষিত।

হাদীস না পেয়ে কিয়াসঃ ইমাম আবু হানিফা (রাহি.) অন্য তিন ইমামের তুলনায় হাদীস কম পেয়েছিলেন।[১৯] ফলে তিনি যে সব বিষয়ে হাদীস পাননি তাতে কিয়াস-অনুমান করে ফয়সালা প্রদান করেছেন। তিনি যে মাসআলায় সঠিক ফয়সালা দিয়েছেন এর জন্য দু'টি পুরস্কার পাবেন। আর যে মাসআলায় সঠিক ফয়সালা দিতে পারেননি এর জন্যও একটি পুরস্কার পাবেন। তবে ভূল কিয়াস মত এখন আর আমল করা যাবে না। বরং ইমাম সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মান বজায় রেখে তাঁর কথা মত সহীহ হাদীস অনুযায়ী আমল করতে হবে।

মাযহাবের কিতাবে বিরাট সন্দেহ আছে

হানাফী মাযহাবের কিতাবে সহীহ হাদীসের বিপরীত বিষয় থাকার আরেকটি কারণ হচ্ছে- ইমাম সাহেব নিজে মাযহাবের কোন কিতাব লিখে যান নি। বরং তাঁর ইন্তেকালের শত শত বছর পর অন্যরা লিখেছেন। এমনকি তাঁরা নিজেদের লিখিত মাসআলা ইমাম সাহেবের নিকট থেকে কী ভাবে-কোন সূত্রে পেয়েছেন- কিছুই উল্লেখ করেন নি। তাই মাযহাবের

---

১৯. ইমাম আলবানী, রাসূলুল্লাহর নামাজ, ২৩,২৪ পৃ: ১১ নং টিকা, আধুনিক প্রকাশনী।

http://islaminonesite.wordpress.com

কিতাবে সহীহ হাদীসের বিপরীত যেসব মাসআলা লিখা আছে তা ইমাম সাহেবের অভিমত কি না এতে বিরাট সন্দেহ রয়েছে। হানাফী মাযহাবের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কিতাবের অবস্থা নীচে পেশ করা হলো।

এক. কুদুরী। হানাফী মাযহাবের উল্লেখযোগ্য কিতাব। লেখকের নাম আবুল হাসান। ইমাম সাহেব ১৫০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেছেন। ইমাম সাহেবের ইন্তেকালের ২১২ বছর পর ৩৬২ হিজরীতে লেখকের জন্ম।

দুই. হিদায়া। হানাফী মাযহাবের অতিগুরুত্বপূর্ণ কিতাব। লেখকের নাম আলী বিন আবীবকর। ইমাম সাহেবের ইন্তেকালের ৩৬১ বছর পর ৫১১ হিজরীতে লেখকের জন্ম।

তিন. কানযুদ দাকাইক। লেখকের নাম আব্দুল্লাহ নাসাফী। ইমাম সাহেবের ইন্তেকালের ৪৯৫ বছর পর ৬৪৫ হিজরীতে লেখকের জন্ম।

চার. শরহে বিকায়া। লেখকের নাম উবায়দুল্লাহ বিন মাসউদ। জন্ম তারিখ জানা যায় নি। তবে ৭৪৭ হিজরীতে মৃত্যু। উল্লেখিত চারটি গ্রন্থ মাদ্রাসা সমূহের পাঠ্য কিতাব।

পাঁচ. ফতোয়ায়ে আলমগীরী। লেখকের নাম শায়খ নিজাম উদ্দীন। জন্ম তারিখ জানা যায় নি। তবে ১১০৩ হিজরীতে তার মৃত্যু।

ছয়. রাদ্দুল মুহতার যা ফতোয়ায়ে শামী নামে পরিচিত। লেখকের নাম মুহাম্মদ আমীন বিন উমর। ইমাম সাহেবের ইন্তেকালের ১০৪৮ বছর পর ১১৯৮ হিজরীতে লেখকের জন্ম।

উল্লেখিত কিতাবগুলো হানাফী মাযহাবের মহারত্ন। তবে মাসআলা সমূহ ইমাম সাহেব থেকে পাওয়ার কোন সনদ-সূত্র উল্লেখ নেই।

আমরা রাসূল ﷺ-এর উম্মত। রাসূলের প্রতি আমরা ঈমান এনেছি। অথচ আমরা রাসূলের কথা সহীহ হাদীসে বর্ণিত না হলে মানি না। কারণ, রাসূলের নামে বহু জাল হাদীস আছে। রাসূল ﷺ-এর কথা যদি সনদ-সূত্র ছাড়া আমরা গ্রহণ না করি, তবে আবু হানিফা (রাহি.)-এর কথা সনদ-সূত্র ছাড়া কী ভাবে গ্রহণ করতে পারি?

পৃথিবীর শ্রেষ্ট মানুষ, সর্বশেষ রাসূলের নামে যদি জাল হাদীস হয়ে থাকে তাহলে কি ইমামদের নামে জাল কথা হতে পারে না? অথবা তাঁদের কি ভুল হতে পারে না? হানাফী মাযহাবের বইয়ে বহু মাসআলা রয়েছে যা পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের বিপরীত। নিম্নে কয়েকটি মাসআলা বর্ণনা করা হলো।

http://islaminonesite.wordpress.com

কোরআন-হাদীসের বিপরীত কয়েকটি হানাফী মাসআলা

১. "যদি কোন ব্যক্তির (শরীর বা) কাপড়ে এক দিরহাম বা তার চেয়ে কম পরিমাণ গাঢ় অপবিত্রতা যেমন- রক্ত, পেশাব, পায়খানা এবং মদ লেগে যায় তাহলে এগুলো সহ সালাত-নামাজ পড়া জায়েয" ।[২০] -

অথচ কোরআনে আছে তোমার কাপড় পবিত্র রাখ । (সুরা: মোদ্দাচ্ছির-৪) ।

২. "যদি তাশাহ্হুদ (আত্তাহিয়্যাতু) পরিমাণ বসার পর ওযু চলে যায় তবে শুধু অযু করে সালাম ফেরাবে । আর যদি এ অবস্থায় ইচ্ছকৃত ভাবে (বায়ু ছেড়ে) অযু নষ্ট করে তাহলে সালাত-নামাজ পূর্ণ হয়ে যাবে" ।[২১] - অথচ হাদীসে আছে সালাম দ্বারা সালাত সমাপ্ত হয় ।

৩. ফরজ নামাজের শেষ দুই রাকাতে সে (ইমাম বা একাকি সালাত আদায়কারী) ইচ্ছা করলে সুরা ফাতিহা পাঠ করতে পারে । আর ইচ্ছা করলে চুপ করে থাকতে পারে । (শুধু তিন তসবীহ পরিমাণ সময় দাড়িয়ে থাকলেই চলবে) ।[২২] -অথচ হাদীসে আছে সুরা ফাতেহা ছাড়া সালাত হয় না ।

৪. "যদি কোন ব্যক্তি মৃত স্ত্রী লোকের অথবা জীব-জন্তুর স্ত্রী অঙ্গে রোজার অবস্থায় অবৈধ কাজ করে তবে বীর্যপাত না হলে রোজা নষ্ট হবে না" ।[২৩] -এমন আরো অনেক কথাই হানাফী কিতাব-পত্রে লেখা আছে ।

উপরোক্ত মাসআলা গুলো কি কেউ মানবেন? এগুলো হয় ইমামের নামে জাল করা হয়েছে । অথবা তিনি ভুল করেছেন । যেটাই হোক, একজন মুসলিম মাযহাবের এসব বইকে দ্বীন এর উৎস বলে মেনে নিতে পারে না । কোরআন- হাদীসই হল দ্বীনের মূল উৎস ।

---

২০. কুদুরী-বাবুল আনজাস ৫৬ পৃষ্টা; আরবী-বাংলা ইসলামীয়া কুতুবখানা, ঢাকা, শরহে বিকায়া ১৩৫পৃষ্টা ।

২১. কুদুরী- বাবুল জামাআ ৮৫ পৃষ্টা;, শরহে বিকায়া ২০০পৃষ্টা ।

২২. কুদুরী-বাবুন নাওয়াফিল ৯২পৃষ্টা ।

২৩. শরহে বিকায়া বাবু মাওযাবুল ইফসাদ ৩৮২পৃষ্টা ।

http://islaminonesite.wordpress.com

সহীহ হাদীস মোতাবেক আমল করা জরুরী

হাদীসের গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর। আর যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো এবং আল্লাহকে ভয় কর...। [২৪] তিনি আরও বলেছেন, যে ব্যক্তি রাসুলের আনুগত্য করল, সে প্রকৃত পক্ষে আল্লাহরই আনুগত্য করল।[২৫]

রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে আমাকে অমান্য করবে সে মূলতঃ (আমাকে) অস্বীকার করেছে।[২৬]

সহীহ হাদীস পাওয়ার পর ভুল কিয়াস অথবা জঈফ ও জাল দলিল ভিত্তিক মাসআলা আর আমল করা যাবে না। বরং সহীহ হাদীস মোতাবেকই আমল করতে হবে। পানি না পাওয়া অবস্থায় তায়াম্মুম ঠিক আছে। কিন্তু পানি পাওয়া গেলে তায়াম্মুম বাদ দিয়ে অজু করেই সালাত পড়তে হবে। তবে আফসোস! এই সহজ কথাটা অনেকেই বুঝতে পারছেন না। অথবা আম জনতার চাপের ভয়ে বুঝেও না বুঝার ভান করছেন। তারা সহীহ হাদীস পাওয়ার পরও ভুল কিয়াস অথবা জঈফ ও জাল দলিলকেই আঁকড়ে ধরে আছেন। ফলে তারা সহীহ হাদীস না মেনে আল্লাহ ও রাসূলকে অমান্য করছেন। এমনকি ইমামকেও অমান্য করছেন। কারণ, ইমাম তো পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করে গেছেন: 'যখন কোন (বিষয়ে) সহীহ হাদীস পাওয়া যাবে তখন সেই সহীহ হাদীসকে আমার মাযহাব বলে জানবে।[২৭] ইমাম আরো বলেছেন: 'আমার কথা যদি হাদীসের বিপরীত হয়, তাহলে আমার কথাকে বর্জন কর'।[২৮]

তাই ইমাম মুহাম্মদ ও আবু ইউসুফ নিজ উস্তাদ ইমাম আবু হানিফার প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ মাসআলাকে বর্জন করেছেন।[২৯]

ইমামের প্রকৃত অনুসারী হতে হলে সহীহ হাদীস মোতাবেক আমল করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা সকলকে সহীহ হাদীস মোতাবেক আমল করার সৎ সাহস দান করুন। আমীন!

---

২৪. আলকুরআন, সুরা হাশর, আয়াত নং ৭।
২৫. আলকুরআন, সুরা নিসা, আয়াত নং ৮০।
২৬. সহীহুল বুখারী হা/৬৭৩৭।
২৭. রাদ্দুল মুহতার ১/৪৬২।
২৮. ইকায ৫০পৃষ্টা।
২৯. ইমাম আলবানী, নামাজ, ৩০ পৃ: আধুনিক প্রকাশনী।

http://islaminonesite.wordpress.com

সবিনয় নিবেদন

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা! আমরা সবাই মরণশীল। যে কোন মুহূর্তে এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে পারি। কবর, হাশর এবং আখেরাতের কঠিন কঠিন ঘাঁটি আমাদের সামনে রয়েছে। সেসব ঘাঁটিতে প্রয়োজন দেখা দিবে নেক আমলের। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে নেকআমলের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। তাই নেক আমল করতে হবে। আমরা মৃত্যুর পর নেক আমল করব নাকি এখনই করতে হবে? কবরে গিয়ে আমল সংশোধন করব নাকি আজই করতে হবে?

অতএব আর দেরী না করে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভের আশায় নিন্দুকের নিন্দাকে উপেক্ষা করে পবিত্র কোরআন ও সহীহ হাদীস মোতাবেক নেক আমল আরম্ভ করুন। মনে রাখবেন, কবরে-হাশরে সমাজের কেউ আপনার সাথী হবে না। আপনার আমলের জওয়াব আপনাকেই দিতে হবে।

জান্নাতের আশাবাদী সম্মানিত ভাই ও বোনকে সবিনয়ে বলতে চাই, নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুজে বের করুন এবং পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের কাছে ফিরে আসুন।

১. প্রচলিত চার মাযহাব মানা ফরজ বা ওয়াজিব কে করেছেন? আল্লাহ নাকি রাসূল ﷺ?

২. কুরআন-হাদীসের কোথাও কি চার ইমামের অথবা চার মাযহাবের নাম উল্লেখ করা আছে?

৩. রাসূল ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম চার মাযহাবে বিশ্বাসী ছিলেন নাকি এক মাযহাবে?

৪. রাসূল ﷺ ও সাহাবাগণের মাযহাব কি অচল? যদি অচল না হয়ে থাকে তবে নতুন করে চার মাযহাব তৈরী হলো কেন?

৫. চার মাযহাব কে-কখন এবং কেন তৈরী করেছেন?

৬. চার ইমাম কি চার মাযহাব তৈরী করেছেন? অথবা চার মাযহাব মানা ফরজ ঘোষণা করেছেন?

৭. চার ইমামের মাতা পিতা এবং উস্তাদগণ কোন মাযহাব পালন করতেন?

http://islaminonesite.wordpress.com

৮. চার ইমাম শ্রেষ্ঠ নাকি চার খলিফা? চার খলিফার নামে মাযহাব হয়নি কেন?

৯. রাসূল ﷺ-এর সময় ইসলাম কি পরিপূর্ণ হয়নি?

১০. রাসূল ﷺ উম্মতকে অন্ধকারে রেখে গেছেন নাকি আলোতে? রাসূল ﷺ তো বলেছেন, "আমি তোমাদেরকে এমন একটি সুস্পষ্ট দ্বীনে রেখে যাচ্ছি যার রাত দিনের মতো আলোকিত। আমার পর এই পথ থেকে যে বিমুখ হবে সে ধ্বংস হবে"।[৩০]

১১. সেই আলোকিত পথ থাকতে চার মাযহাবের নামে চারটি গলি পথে চলার কি কোন যুক্তি আছে?

১২. সিরাতে মুসতাকিম-সোজা পথ চারটি নাকি একটি?

১৩. সোজা পথ দেখানোর জন্য রাসূল ﷺ চারটি দাগ দিয়ে ছিলেন নাকি একটি?

১৪. চার মাযহাবই যদি সঠিক হয়ে থাকে তবে এক মাযহাবের লোকেরা অন্য মাযহাবের লোকের সাথে হিংসা বিদ্বেষ ও ঝগড়া করেন কেন?

১৫. অন্য মাযহাবের হাদীস সম্মত সঠিক সালাতকে ফিতনা বলে তিরস্কার করা হয় কেন?

১৬. বুকে হাত বাধা[৩১], রাফউল ইয়াদাইন করা[৩২], উচ্চ স্বরে আমীন বলা[৩৩] হলে কারও কারও মাথা ব্যথা শুরু হয় কেন? এসব কি সহীহ হাদীসে নেই? এসব কি সুন্নাত নয়?

১৭. নবীর সুন্নাতকে ফিতনা বলে তিরস্কার করা কি কুফরী নয়?

---

৩০. আহমদ, ইবনে মাযাহ, হাকীম, সহীহা হা: নং: ৯৩৪।

৩১. সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, নাসাঈ, আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ, আহমদ, তিরমিযী (তুহফসহ) হা/২৫; ইবনে খোযায়মা হা/৪৭৯; বাংলা বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১ম খন্ড হা/৭৪০; বাংলা মিশকাত (নুর মোহাম্মদ আযমী) ২য় খন্ড হা/৭৪১, ৭৪২।

৩২. সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাতু মাছাবীহ হা/৭৯৪; বাংলা বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১ম খন্ড হা/ ৭৩৬, ৭৩৭, ৭৩৯; বাংলা মিশকাত (নুর মোহাম্মদ আযমী) ২য় খন্ড হা/ ৭৩৭, ৭৩৮, ৭৩৯।

৩৩. সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ, দারেমী, মিশকাত হা/৮৪৫; বাংলা বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১ম খন্ড হা/৭৮০, ৭৮২; বাংলা মিশকাত (নুর মোহাম্মদ আযমী) ২য় খন্ড হা/৭৬৮, ৭৮৭।

http://islaminonesite.wordpress.com

১৮. চার মাযহাব থেকে যে কোন এক মাযহাব মানতে হবে- এই কথার প্রমাণ কি কুরআন -হাদীসে আছে?

১৯. ইমাম মাহদী ﷺ এসে কোন মাযহাবটি পালন করবেন?

২০. ঈসা ﷺ এসে কোন মাযহাব মতে বিশ্ব শাসন করবেন?

২১. কবরে বা হাশরে চার মাযহাব সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করা হবে কি?

২২. চার মাযহাব-ই যদি ইসলাম হয়-আর শুধু মাত্র এক মাযহাব পালন করা হয়। তাহলে ইসলামের চার ভাগের মাত্র এক ভাগ পালন করা হলো। বাকি তিন ভাগই ছেড়ে দেয়া হলো কেন?

২৩. এক ইমামকে মানতে গিয়ে অন্য তিন ইমামকে অমান্য করা কি বুদ্ধিমানের কাজ?

২৪. যদি চার ইমামের মধ্যে তিন ইমামই এককথা বলেন, আর অন্য একজন ভিন্ন কথা বলেন, এমন কি তার সহীহ দলিলও নেই। এমন অবস্থায় আমি একজনের কথা মানবো নাকি তিনজনের কথা মানবো?

২৫. আমার ইমামের অভিমত যদি সহীহ হাদীসের বিপরীত হয় তাহলে আমি ইমামের অভিমত মানবো, নাকি রাসূল ﷺ-এর সহীহ হাদীস মানবো?

২৬. মৃত লোকের ওসিলায় দো'আ, ফরজ নামাজের পর সবাই মিলে মুনাজাত, খতমে বুখারী, খতমে খাজাগান, খতমে নারী, তাবিজ এবং ওয়াজ ব্যবসা যথা- রাগ করা, টাকা কম দিলে বিরক্তি প্রকাশ করা, পরের বছর দাওয়াত না রাখা এসব কি ইমাম আবু হানিফা (রাহি.)-এর শিক্ষা?

২৭. চার মাযহাবের যে কোন একটি মানতে হবে এ মর্মে বিশ্ব মুসলিমের কোন ইজমা বা ঐক্যমত হয়ে থাকলে তা কত সালে, কোন দেশে, কাদের দ্বারা হয়েছে? এর ঐতিহাসিক কোন প্রমাণ আছে কি? দলে দলে বিভক্ত হতে পবিত্র কোরআনে নিষেধ করা হয়েছে।[৩৪] তা উপেক্ষা করে চার দলে বিভক্ত হওয়ার ইজমা বা ঐক্যমত করলে তা কি বৈধ হবে?

---

৩৪. দেখুন: আলকুরআন, সূরা আনআম, আয়াত নং ১৫৯; সূরা আল ইমরান, আয়াত নং ১০৩; সূরা মু-মিনূন, আয়াত নং ৫২; সূরা আনআম, আয়াত নং ১৫৩; সূরা আনফাল, আয়াত নং ৪৬; সূরা আল ইমরান, আয়াত নং ১০৫; সূরা বাক্বারাহ, আয়াত নং ১৭৬।

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! পবিত্র কোরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে আলোকিত সেই একটি মাত্র পথে চলা আমাদের কর্তব্য। যে পথে চলে গেছেন রাসূল ﷺ, সাহাবায়ে কেরাম ﷺ, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন এবং বিখ্যাত চার ইমাম সহ সকল খাঁটি মুমিন-মুসলিম। সে পথের নাম **'ইসলাম'**, পথিকের নাম **'মুসলিম'**।

আমাদের মূল বক্তব্য হলো, মাযহাবের যেসব মাসআলা কুরআন হাদীসের সাথে মিলে তা মানতে হবে। আর যা মিলে না তা বর্জন করতে হবে। এটাই সম্মানিত চার ইমামের প্রকৃত মাযহাব। আল্লাহ আমাদের তাওফিক দান করুন।

পরিশেষে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা রইলো আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে তার বিধান ও তাঁর সর্বশেষ রাসূলকে মানার তাওফিক দেন। এবং আল কুরআনে বর্ণিত নিম্ন আয়াতগুলোর শাস্তি থেকে আমাদের হেফাজত করেন।

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا (٦٦) وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا (٦٧) رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا (٦٨)

আগুনে যেদিন তাদের মুখ উপুড় করে দেয়া হবে সেদিন তারা বলবে- হায়! আমরা যদি আল্লাহকে মানতাম ও রসূলকে মানতাম। তারা আরো বলবে– হে আমাদের রব! আমরা আমাদের নেতাদেরকে ও আমাদের প্রধানদেরকে মান্য করতাম। তারাই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। হে আমাদের রব! তাদেরকে দ্বিগুণ আযাব দাও আর তাদেরকে মহা অভিশাপে অভিশাপ দাও।[৩৫]

« سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ »

বি.দ্র.- এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে হলে মাসজিদুল হারামের ইমাম সুলতান আল-মাসুমীর রচিত **"মুসলিম কি চার মাযহাব মানতে বাধ্য?"** বইটি পড়ুন ও ডা: জাকির নায়েকের **'মুসলিম উম্মার ঐক্য'** লেকচার শুনুন।

---

৩৫. আলকুরআন, সুরা আহযাব, আয়াত নং ৬৬-৬৮।

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রকাশনায় ঃ
এডুকেশন সেন্টার সিলেট (ECS)
একটি দল নিরপেক্ষ ও রাজনীতি মুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
পশ্চিম সুবিদ বাজার, লাভলী রোডের মোড়, সিলেট।
মোবাইল ঃ ০১৭১২-৬৬৮৩৪৫
ই-মেইল : ecs.sylhet@gmail.com

http://islaminonesite.wordpress.com